মহাশূন্য, কাল ও শক্তি আদি মানুষের ঈশ্বর।

দর্শন ও বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ইংরাজী Space শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো মহাশূন্য, যা কাল (Time) ছাড়া সংজ্ঞায়িত করা যায় না । সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী কাল ও মহাশূন্যসহ দৃশ্য বা অদৃশ্যমান সব কিছুই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট । সময় বলতে যা ব্যক্ত হয়, তা কালের ভগাংশ, অর্থ্যাৎ কালকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না । অনুরূপ ভাবে মহাশূন্যকেও সংজ্ঞায়িত করা যায় না ।
প্রত্যেক সৃষ্টির যেমন আরম্ভ আছে, তেমনি শেষও আছে । কাল যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তার আরম্ভ আছে । এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কাল আরম্ভের পূর্বের কালটা কি? যেহেতু এর কোন উত্তর নাই, তাই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কাল সৃষ্টি হয়নি । অনুরূপ ভাবে মহাশূন্যও সৃষ্টি হয়নি । এখানেই হলো সৃষ্টিকর্তার সীমাবদ্ধতা ।
অতএব দর্শনশাস্ত্র, যা পরবর্তী কালে বিজ্ঞান কর্তৃক প্রমানিত, অনুযায়ী মহাশূন্য বা কাল এর আদি ও অন্ত নাই, পরস্পর অবিচ্ছেদ এবং পৃথক ভাবে মহাশূন্য ও কালকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না । মহাশূন্য ও কাল হলো ধ্রুব, সব সৃষ্টির আধার ।
অনুরূপ ভাবে সামগ্রিক শক্তি (Energy)ও হলো ধ্রুব, যাকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করা যায় না । তবে শক্তির অবিনাশিতাবাদ (Conservation of Energy) অনুযায়ী মহাশূন্য ও কালের প্রেক্ষাপটে শক্তি বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় ।
বস্তু (Matter) ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য, এককথায় যাকে বলা চলে একই অস্তিত্বের ভিন্ন রূপ । প্রাকৃতিক নিয়ম এবং চারমাত্রিক (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ও সময়) মহাবিশ্ব (Spacetime)এর গুণাবলী কর্তৃক বস্তু বা শক্তির অবস্থা নির্ধারিত হয় । স্বকীয় গুণাবলীর কারণে পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহে বৈদ্যুতিক চক্রপথের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিরোধ, যা ঈটা দ্বারা প্রকাশিত, থাকার ফলে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ (Maxwell's Equation) অনুযায়ী আলোর গতিতে চারমাত্রিক মহাবিশ্বে আলোক-কনা (Photon) সঞ্চারিত হয় । ফলে চারমাত্রিক মহাবিশ্বে আলোক-কনা থেকে বস্তুর মৌলিক কণিকার সৃষ্টি । বর্তমান মানব জ্ঞান অনুযায়ী এটাই হলো গ্রহনযোগ্য আদি সৃষ্টির কারণ । পরবর্তী কালে বর্ণিত কণিকা থেকে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি ।
তাই দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির কারণ হলো শক্তি এবং আধার হলো মহাশূন্য ও কাল । মহাশূন্য, কাল ও শক্তি নামের অদৃশ্যমান এই তিন ধ্রুব, যার আদি-অন্ত এবং সৃষ্টি-ধ্বংস নাই, সম্পর্কে আদি সভ্য মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু এদের অস্তিত্ব অনুভাব বা উপলব্দি করতে পারছিল । ফলে অদৃশ্যমান এই তিনের সমন্বয় সৃষ্টিকর্তার ধারণা আদি মানব মনে জাগ্রত হয় ।
বিজ্ঞানবেত্তা ও মুক্তমনা দাবীদার ইন্টারনেটের কোন কোন লেখক কালের সাথে মানব জ্ঞান, তার চিন্ত-চেতনা ও ধারণা, মানব সভ্যতা এবং কৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন । তাই আদি মানব সমাজ গঠনে ঐশ্বরিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-আচরণের ভূমিকা এবং সময় পরিক্রমায় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে উক্ত বিষয়গুলি সংমিশ্রনের কারণ সমূহ অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে তারা ভাববাদের নেতিবাচক দিক থেকে বিশ্লেষণে সচেষ্ট হন ।

তবে জনাব রায়হান আলোচ্য মুক্তমনাদের থেকে ব্যতিক্রম । তিনি মুহাম্মদ ও ইসলামকে বিশ্লেষণ করেছেন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোন থেকে সময় ও তদকালীন আরবের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে । জনাব রায়হান ও জনাব জামিলুল বাসারের লেখা থেকে প্রতিয়মান হয়, ইসলাম পরবর্তী কালে সামন্তবাদী মুসলিম শাসক গোষ্ঠি নিজ স্বার্থে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহারের লক্ষ্যে হাদিসের মাধ্যমে ইসলামের মূল বানীর অপব্যাখ্যা ও শরিয়া আইন প্রবর্তন করেন ।

দর্শন, ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি বিষয় হয় অজ্ঞ, অন্যথায় ব্যক্তি স্বার্থে সময় ও তদকালীন আরবের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ভুলে গিয়ে আলী সিনহা, আবুল কাসেম, আলমগীর হোসেন ও সাইদ কামরান মীর্জা গং এরা পুঁজিবাদ সমর্থক নব্য কনদের ইসলাম বিরোধী প্রচারের প্রতিধ্বনি করে চলছেন । ইসলাম বিরোধী প্রচারে আলোচ্য ব্যক্তিরা শালীনতা বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন । সত্যিকার মুক্তমনারা ধর্ম বিরোধী প্রচারকারীদেরকে কমিউনল হিসাবে চিহ্নিত করেন । তাই আলোচ্য ব্যক্তিদেরকে যারা মুক্তমনা মনে করেন, তারা মুক্তমনার সংজ্ঞা ভাল ভাবে বুঝতে পারেননি ।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, কেন ইসলাম বা ধর্মের সমালোচনা করা যাবে না? অর্থনৈতিক বৈষম্যই হলো বর্তমান কালের সকল সমস্যার মূল, যা মানুষের বস্তুগত স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত । আমার প্রশ্ন, ধর্ম কি অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে পারে? ধর্ম ভাববাদী বিষয়, ফলে ধর্ম বস্তুবাদী অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে পারে না, তাই এর সমালোচনা করে লাভ নাই । মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা দূরের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য । শোষণকারীরা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য নষ্ট এবং তাদের শোষণ কর্মকান্ড থেকে শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য ধর্মীয় বিবেদ সৃষ্টি ও কুৎসা প্রচার করে । উক্ত কাজে শোষকদের সহায়তা করে চলছে ইসলামের সমালোচক ও কুৎসা প্রচারকারীরা ।

মানব জ্ঞানের উৎস হলো যৌক্তিক চিন্তা । চিন্তা ভাববাদ ও বস্তুবাদে বিভাজিত । উভয়ই দর্শনশাস্ত্র ভুক্ত বিষয় । যৌক্তিক বিশ্লেষণে ব্যর্থ মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি, অর্থ্যাৎ ভাববাদের আশ্রয় নেয় । কারণ বা হেতু হলো যুক্তির উৎস । প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য যেমন ক্রিয়ার দরকার, তেমনি ঘটনা সৃষ্টির জন্য কারণ দরকার । বিদ্যমান জ্ঞান দিয়ে কখনো কখনো কারণ উদঘাটন সম্ভব নাও হোতে পারে । তবে ভবিষ্যতে উক্ত ঘটনার কারণ উদঘাটন হবেই হবে ।

পদার্থ বিজ্ঞান তত্ত্বের প্রয়োগিক বিষয়কে প্রকৌশালীবিদ্যা বলে । অনুরূপ ভাবে দর্শনের যুক্তির প্রয়োগিক বিষয় হলো প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান । মহাশূন্য, কাল ও শক্তি বিশ্লেষণ জ্ঞান অভাব হেতু প্রকৃতির সকল কর্মকান্ডের কারণের জন্য আদি মানুষ ঈশ্বরকে যুক্তি হিসাবে দাড় করেছিল । সামাজিক অনাচার ও অবিচারে জর্জড়িত আধুনিক কালের সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের মধ্যে শান্তি খুঁজে পায় । তাই বলে তারা বিজ্ঞানকেও অস্বীকার করে না ।

সেতারা হাশেম   ০২/০২/০৬